কুষ্টিয়ায় একই ব্যক্তিকে দুইবার টিকা প্রদান

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোভিড-১৯ টিকাকেন্দ্রে একই ব্যক্তিকে ১০ মিনিটের ব্যবধানে দুইবার টিকা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স টিকাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, খোকসা উপজেলার বুজরুক মির্জাপুর গ্রামের মো. বাশারুজ্জামান (৩৮) বৃহস্পতিবার দুপুরে টিকার কার্ড নিয়ে নির্ধারিত কক্ষে টিকা নিতে যান। এ সময় কর্তব্যরত নার্স তাকে টিকা দেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তাকে পুনরায় ডেকে আবার টিকা দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে টিকাগ্রহণকারী বাশারুজ্জামান বলেন, ‘আমি তো নিয়ম জানি না। কাগজ নিয়ে টিকা কেন্দ্রে আসছি। নার্স আমাকে একটা টিকা দিলেন। পরে এসে আবার আমাকে ডেকে নার্স আরেকবার টিকা দিয়েছে। পরে নার্সকে বলেছি টিকা কি দুটো করে নিতে হয়। তখন নার্স বলেন দুইটা হবে কেন? একটা ডোজ এখন আবার পরবর্তীতে আরেকটি।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, এর জন্য টিকা গ্রহণ করা ব্যক্তিই দায়ী। তিনি কেন বলেন নাই যে তাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তবে দুইবার টিকা দেওয়া হলেও কোনো সমস্যা হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কুষ্টিয়ায় যৌন উত্তেজক সিরাপ কারখানায় অভিযান, জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়া জেলা শহরের বড়বাজার কবি আজিজুর রহমান সড়ক এলাকায় অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছেন র্যাব সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে কারখানা মালিককে এক বছর কারাদন্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে।

এছাড়া এলেক্স ইউনানি ল্যাবরেটরিজ নামের ওই কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ যৌন উত্তেজক সিরাপ, ঔষধ তৈরির উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসান জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত নিজ বাড়িতে কারখানা স্থাপন করে অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ তৈরি করে আসছিলেন। এসব অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্নস্থানে অবৈধভাবে বাজারজাত করা হতো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি টিম বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায়।

অভিযানের সময় কারখানার মালিক মোঃ রফিকুল ইসলাম (৩০) কে ঔষধ আইন, ১৯৪০ এর ১৮ (খ) লঙ্ঘনে একই আইনের ২৭ ধারায় ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে কোম্পানি কমান্ডার, র্যাব-১২, কুষ্টিয়া ও তাঁর একদল চৌকস বাহিনী, সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া সহ আরও অনেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন৷

এ বিষয়ে চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: আলাউদ্দিন বলেন, এ ধরনের মান নিয়ন্ত্রণহীন যৌন উত্তেজক সিরাপ সেবনে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা দেখা দিলেও দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে লিভার, কিডনি ড্যামেজের পাশাপাশি হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারেন সেবনকারীরা। ড্রাগের চেয়েও ক্ষতিকর এই সিরাপ। এই পণ্যটির ভোক্তা হলো ট্রাকচালক, রিকশাচালক থেকে শুরু করে বেকার যুবক ও শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে সরকারের কঠোর নজরদারির দাবিও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীতে ডুবে দুই বন্ধু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডুবে ইউসুফ আলী (১৯) ও সামিরুল ইসলাম সম্রাট (১৮) নামে দু’জন কলেজ ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের আবেদের ঘাট সংলগ্ন পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া ফুটবল তুলতে গিয়ে তারা পদ্মায় ডুবে নিখোঁজ হয়। এরা ফিলিপনগর মরিচা (পিএম) ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র এবং ফিলিপনগর কবিরাজপাড়া গ্রামের বাবুল কবিরাজ ও কুমির উদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ইউসুফ আলী ও সামিরুল ইসলাম সম্রাটসহ বেশ কয়েকজন বন্ধু পদ্মার চরে ফুটবল খেলছিল। এসময় ফুটবল পদ্মা নদীতে পড়লে সামিরুল ও সম্রাট নদীতে নেমে ফুটবল তুলতে গিয়ে তারা পদ্মার প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায়।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা নৌকা নিয়ে তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ ছাত্রদের উদ্ধারে পদ্মা নদীতে অভিযান চালাচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান ও নিখোঁজ ছাত্রদের প্রতিবেশী ফজলুল হক কবিরাজ জানান, পদ্মা নদীতে ডুবে ইউসুফ ও সামিরুল নামে দু’জন কলেজ ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস দল উদ্ধার কাজ শুরু করেছে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ৯ জন করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ২ জন মারা গেছেন।

বুধবার (২৮ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়াও ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার গত-দিনের চেয়ে কমে ২৮.৫৪ শতাংশ হয়েছে। এ সময় সুস্থ হয়েছেন ২৪৭ জন করোনা রোগী।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আব্দুল মোমেন জানান, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালের ২শ বেডে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে এখন ভর্তি আছে ২০১ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত রোগী ১৫১ জন। বাকীরা করোনার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছেন। এছাড়া ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ দিনে কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২শ ৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র করোনা আক্রান্ত ৫৪০ জনের মৃত্যু হলো।

কুষ্টিয়ায় ১৪৩ জনকে জরিমানা ও দুইজনের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের ষষ্ট দিনেও কঠোর অবস্থানে ছিল প্রশাসন। এ সময় কঠোর বিধি-নিষেধ অমান্য করায় ১১৯ টি মামলায় ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এরমধ্যে ১৪৩ জনকে জরিমানা এবং দুইজনকে কারাদন্ড প্রদান করেছে।
বুধবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতসুত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার প্রত্যেক উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। এ

অভিযান চলাকালে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাসহ সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

ভ্রাম্যমান আদালতে মোট ১৪টি অভিযানে ১১৯টি মামলায় ১৪৩ জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) ধারা মোতাবেক ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা ও দুইজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ধারা মোতাবেক কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জেলা চা-দোকানি, নরসুন্দর, কামার, রিক্সা-ভ্যান চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের শাস্তি না দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা প্রদান করে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়৷ এতে করে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। একেবারেই প্রয়োজনে বাইরে আসা নিম্ন আয়ের মানুষেরা এবং চা দোকানীরাও খাদ্য সহায়তা দেওয়ায় অনেকেই আর চায়ের দোকান খুলছে না বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে লকডাউন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করছে। জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়ায় ৫২২ টি নমুনা সংগ্রহ করে ১৪৯ জনের শরীরে নতুন করে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই একই সময়ে আরও ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদী থেকে অজ্ঞাত এক মহিলার ভাসমান গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ সংলগ্ন গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের শরীরে লাল -খয়েরী শাড়ী, খয়েরী ব্লাউজ ও জলপাই রঙের পেডি, বামহাতে কাঁচের চুরি ও ডান পাঁয়ে একটি রূপার তোড়া ছিল।
এদিকে নদীতে ভাসমান মরদেহ’র খবর মূহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে মরদেহ দেখতে ভিড় জমায় উৎসুক জনতা। পুলিশ ও

এলাকাবাসী জানায়, বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে জয়নাবাদ ইসতেমা মাঠ সংলগ্ন গড়াই নদীতে গলিত এক মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে লাশের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, গড়াই নদীতে ভাসমান মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মরদেহটি নৌ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় আরও ১৯ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৫৩

কুষ্টিয়া ডেডিকেটেড হাসপাতালেগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গে আরও ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ জন করোনায়

আক্রান্ত আর ৪ জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আশরাফুল আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭৫টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ২৫৩ জনের। শনাক্তের হার ৩৭.৪৮ শতাংশ। যা আগের দিনের তুলনায় বেশি।হাসপাতালে রোগী ভর্তি রয়েছে ১৮২ জন। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ১৪১ জন ও উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছে ৪১ জন।

কুষ্টিয়ায় আরও ২০ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২২৩

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এর মধ্যে ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও পাঁচ জন।

এই সময়ে ৬৬৬টি নমুনা পরীক্ষায় ২২৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৩৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত এই মৃত্যু ও শনাক্ত হয়। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৩৮ জন।

করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, করোনায় মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অন্যদিকে উপসর্গ নিয়ে যারা মারা গেছেন, তারা রোববার বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ২০০ শয্যার করোনা করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২১৭ জন এবং জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন তিন হাজার ৪০৭ জন।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৪২২ জন

এবং এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৯৫ জন।

কুষ্টিয়ায় জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট

কুষ্টিয়ায় সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

রবিবার কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন স্থান ঘুরে এ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। জানা গেছে, দেশের করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ধাপে দেশ ব্যাপী লকডাউন (এবং কুষ্টিয়ায় সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সপ্তাহের তিন দিন দুপুর একটা পর্যন্ত কাচারবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দোকান খোলার) তৃতীয় দিনে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পৌর এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় কিছু, চায়ের দোকান, অটোচালকদের গাড়ি চালাতে বন্ধ রাখার জন্য ও লক ডাউনের আদেশ মেনে চলতে উৎসাহিত করতে প্রচারণা করা হয়।

এ সময় ওই অটো-চালক, চা দোকানী ও এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে প্রত্যেকের কাছে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেন।

এদিকে সকাল থেকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসানের নেতৃত্বে পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রায় অর্ধশতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল, এক কেজি করে ডাল, আলু, পিয়াজ, তেল, লবণ প্রদান করেন।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান বলেন, অটোরিক্সা চালকরা পেটের টানে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। তাই তাদের প্রথমেই জরিমানা করলে তারা আর্থিক ভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তাদের বিষয়টি মানসিকভাবে চিন্তা করে তাদের জরিমানা না করে লকডাউন কার্যকর করতে উৎসাহিত করা সহ তাদের এক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়৷ একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক জারিকৃত চলমান বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে জেলা শহর ও কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন এলাকাসমূহে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এসময় তিনি আরও জানান, কুষ্টিয়া জেলায় করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার কমিয়ে আনতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি চলমান বিধি-নিষেধ মেনে চলতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছি। একই সাথে জরুরি খাদ্য সহায়তা পেতে ৩৩৩ নম্বরে এসএমএস করতেও অনুরোধ জানান তিনি।

কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত ৯ চিকিৎসক

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে গত ২০ দিনে ৯ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এতে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাঁদের মনোবল ঠিক রাখতে

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে জরুরি সভা করেছে করোনা হাসপাতাল ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

রবিবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত ওই সভায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ দেলদার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক সালেক মাসুদ, সহকারী অধ্যাপক নাসিমুল বারী, আকরামুজ্জামান, ডাঃ রতন কুমার পাল, ডা: ইকবাল কবির, হাসপাতালের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডাঃ আরিফুল ইসলাম ও করোনা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদ সূত্র জানায়, গত ২৬ জুন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পঞ্চম ব্যাচের ৪৩ জন শিক্ষার্থী করোনা হাসপাতালে ইন্টার্ন শুরু করেন। তাঁরা বিভিন্ন পালায় কোভিড ও নন–কোভিড রোগীদের সেবা দিচ্ছিলেন। যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই চলতি ৭ জুলাই দুজন করোনা পজিটিভ হন। এরপর ১২ জুলাই আরও দুজনের করোনা শনাক্ত হয়। সবারই কমবেশি উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। গত ২২ জুলাই তিনজনের নেগেটিভ আসে।

এরপর গতকাল শনিবার মামুনুর রশীদ নামের একজনের করোনা শনাক্ত হয়। আজ রোববার একযোগে চারজন নারী ইন্টার্ন চিকিৎসক পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বর্তমানে ৬ জন চিকিৎসক পজিটিভ হয়ে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে একজন নারী চিকিৎসককে করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা তাঁদের হোস্টেলে আইসোলেশনে আছেন।

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অভিযোগ, করোনা পজিটিভ হওয়ার পর তাঁদের চিকিৎসা ব্যয় নিজেদেরই বহন করতে হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা, ওষুধ ও খাবার কিনতে নিজেদের টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠান বা সরকারিভাবে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।
একযোগে এতজন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ রোববার জরুরি সভায় তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হচ্ছে চিকিৎসা ব্যয় সরকারিভাবে দেওয়া, চিকিৎসাসেবা দিতে প্রয়োজনীয় মাস্ক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ দেলদার হোসেন বলেন, ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবিগুলো মনোযোগসহকারে শোনা হয়েছে। তাঁদের দাবি

পূরণে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়ানো হয়েছে। ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক মিফতাহ মালিহা বলেন, ‘আমি নিজে পজিটিভ হয়েছিলাম। গত ২২ জুলাই নেগেটিভ আসছে। আমি কাল সোমবার থেকে আবার করোনা ওয়ার্ডে কাজ শুরু করব। হাসপাতালের যে পরিস্থিতি, তাতে চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে ঘরে রাখতে পারছি না।

মিফতাহ মালিহা আরও বলেন, যাঁরা পজিটিভ হয়েছেন, তাঁরা সবাই মোটামুটি সুস্থ আছেন। কিছু দাবি তোলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আদেশে সবাই কাজ করে যাচ্ছেন।

করোনায় আক্রান্ত ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ব্যক্তিগতভাবে মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলোজি বিভাগের সহাকারী অধ্যাপক নাসিমুল বারী বাপ্পী খাবার, এন –৯৫ মাস্ক ও কিছু ওষুধ দিয়ে সহযোগিতা করছেন।

পজিটিভ শনাক্ত হওয়া ইন্টার্ন চিকিৎসক মামুনুর রশীদ বলেন, ‘নাসিমুল বারী স্যার সব সময় সাহস জোগাচ্ছেন। খাবারসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে নিজেরা সাহস পাচ্ছি।